**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ**

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়ের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ |
| ১। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ১ টি | ১ টি | - | - | ১ টি | ১ টি | (১৫০%) | ১টি | (৭০.৪৪%) |

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০১ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

| প্রকল্পের নাম | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল |
|---|---|---|
| মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) | ৮৭১.৩৬ | জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ |

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

| প্রকল্পের নাম | মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ |
|---|---|
| মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম বারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে সকল স্থানে জমি না পাওয়া, নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলনে পিডব্লিউডির রেট সিডিউল বৃদ্ধি, নতুন অঙ্গ হিসেবে ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি নির্ধারণের ফলে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশোধিত প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ২৭/০৪/২০১১ এবং ০২/১০/২০১১ তারিখে পরপর ২টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভাদ্বয়ের সুপারিশের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে এবং ১০১০.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক ০৮/০১/২০১২ তারিখে সরকারি আদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। পুনরায় প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করে আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। |

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

| সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|
| **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩-তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় **২৩/১১/২০১৪** তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির **১ বছর ৫ মাস** পর; | বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; |
| **অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত পিসিআর প্রেরণঃ** গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের একটি পিসিআর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় পিসিআরের অধিকাংশ ছকের তথ্যই অসম্পূর্ণ। যার মাধ্যমে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ফলে অসম্পূর্ণ পিসিআরটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হলে গত ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করে। এমনকি সর্বশেষ প্রাপ্ত পিসিআরের C অনুচ্ছেদের 01.(b)-এ বছর ভিত্তিক বিভাজনে (২০১১-১২) অর্থবছরে তথ্যে গড়মিল রয়েছে; | কোনভাবেই অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা যাবে না। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের সুবিধার্থে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; |
| **অপর্যাপ্ত তথ্যাদিঃ** ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি; এবং | ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি অবশ্যই আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং |
| **অডিট সম্পন্ন না হওয়াঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, প্রকল্পটির কোন External এবং Internal Audit সম্পন্ন করা হয়নি। | প্রকল্পটির External এবং Internal Audit সম্পন্ন করে তার ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে। |

**"মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের**
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

**১.০ প্রকল্পের অবস্থান** : ১০টি জেলার ১৩টি স্থান।

| **জেলা** | **স্থান** | **জেলা** | **স্থান** |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | কুমিরা | জামালপুর | কামালপুর |
| ফেনী | পরশুরাম | টাংগাইল | জাহাজমারা |
| | ছাগলনাইয়া | দিনাজপুর | হিলি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | আশুগঞ্জ | খুলনা | শিরোমনি |
| | কসবা | কুড়িগ্রাম | চিলমারি |
| | আখাউড়া | গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানি |
| মৌলভীবাজার | কমলগঞ্জ | - | - |

**২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত বিভাগ (পূর্ত কাজের জন্য)।

**৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ) | সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ) | মোট টাকা (প্রঃসাঃ) | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৫১১.২২<br>৫১১.২২<br>(-) | ১০১০.৮০<br>১০১০.৮০<br>(-) | ৮৭১.৩৬<br>৮৭১.৩৬<br>(-) | জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ | জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ | জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ | ৩৬০.১৪ (৭০.৪৪%) | ৩ বছর (১৫০%) |

**৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| **ক্রঃ নং** | **সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের নাম** | **পরিমাণ** | **পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা** | | **প্রকৃত বাস্তবায়ন** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **বাস্তব** | **আর্থিক** | **বাস্তব** | **আর্থিক** |
| ১ | সরবরাহ ও সেবা | থোক | - | ১৩.০০ | - | ১১.২০ |
| ২ | সম্মানী | থোক | - | ০.৫০ | - | ০.৩০ |
| ৩ | ডকুমেন্টারী ফিল্মস নির্মাণ | - | - | ৩৮.০০ | - | ৩৭.৯৯ |
| ৪ | সম্পদ সংগ্রহ | থোক | - | ৩.০৫ | - | ২.৪৭ |
| ৫ | ভূমি অধিগ্রহণ | ২.৮৬ একর | - | ১১২.০০ | - | ৪৯.৮৬ |
| ৬ | মনুমেন্ট এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১৩টি | ১৩ টি | ৮০৪.৭০ | ১৩ টি | ৭৬৫.৯১ |
| ৭ | ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি | থোক | - | ১৯.৭৫ | - | ৩.৬৩ |
| ৮ | প্রাইস কন্টিনজেন্সি | থোক | - | ১৯.৮০ | - | ০.০০ |
| | **মোটঃ** | - | - | **১০১০.৮০** | - | **৮৭১.৩৬** |

**৬.০ <u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকালে তার কারণঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

**৭.০ <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৭.১ **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>** দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা অর্জন করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দ্বারা পৃথিবীর

ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়। এ যুদ্ধে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ শহীদ হন এবং অগণিত মানুষ আহত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ দেশের মানুষের দুর্ভোগ ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু বাংলাদেশীরা সাহসী জাতি, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ দেশের মানুষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই সারা দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ এ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এ দেশের সাহসী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবেলায় ধীরে ধীরে অসহায় হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানী সৈন্যদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয় এবং এ সম্মুখ যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন। দেশের এই বীর সন্তানদের আত্মত্যাগের কথা ভবিষ্যত প্রজন্মকে জানানোর জন্য এবং তাদেরকে ত্যাগের মহিমায় দেশপ্রেমে উজ্জীবীত করার প্রয়াসে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার নিমিত্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১৯৭১ সালে সংঘটিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমর অনুষ্ঠিত হয়েছে, এমন ১৩টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতির জন্য স্বাধীনতার ইতিহাস জানার সুযোগ তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা; এবং
- দেশের আপামর জনগণ যেন জাতীয় দিবসে স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদের প্রতি স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে সে সুযোগ তৈরি করা।

## ৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

### ৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশের যে সকল স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তার মধ্যে ১৩টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য গৃহীত আলোচ্য প্রকল্পের উপর ২২/০১/২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে মূল প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে ৫১১.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২০/০৭/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

### ৮.২ প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম বারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে সকল স্থানে জমি না পাওয়া, নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলনে পিডব্লিউডির রেট সিডিউল বৃদ্ধি, নতুন অঙ্গ হিসেবে ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি নির্ধারণের ফলে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশোধিত প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ২৭/০৪/২০১১ এবং ০২/১০/২০১১ তারিখে পরপর ২টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভাদ্বয়ের সুপারিশের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে এবং ১০১০.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক ০৮/০১/২০১২ তারিখে সরকারি আদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। পুনরায় প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করে আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

## ৯.০ বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

| সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি) | আর্থিক বছর | আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| | ২০০৮-২০০৯ | ৫২.০০ | ৫২.০০ | - | ৫১.২৫ | ১৮.২২ | ১৮.২২ | - |

| সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি) | আর্থিক বছর | আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ১০১০.৮০ | ২০০৯-২০১০ | ৭৮.০০ | ৭৮.০০ | - | ৭৮.০০ | ৬২.১৬ | ৬২.১৬ | - |
| | ২০১০-২০১১ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | - | ১৫০.০০ | ৬৫.৮৯ | ৬৫.৮৯ | - |
| | ২০১১-২০১২ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | - | ৪৫০.০০ | ৩০০.৩৫ | ৩০০.৩৫ | - |
| | ২০১২-২০১৩ | ৫৮৪.০০ | ৫৮৪.০০ | - | ৫৮৪.০০ | ৪২৪.৭৪ | ৪২৪.৭৪ | - |
| **১০১০.৮০** | **মোটঃ** | **৯০৯.০০*** | **৯০৯.০০*** | **-** | **৯০৮.২৫*** | **৮৭১.৩৬*** | **৮৭১.৩৬*** | **-** |

* উল্লিখিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বরাদ্দ ও ছাড়কৃত অর্থ কম পাওয়া গেছে এবং ছাড়কৃত অর্থ অপেক্ষা ব্যয় কম হয়েছে অর্থাৎ ৩৬.৮৯* লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। অব্যয়িত অর্থ (৩৬.৮৯লক্ষ টাকা) বছর শেষে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

## ১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবী | যোগদানের তারিখ | বদলীর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১। | জনাব আঃ খালেক মল্লিক, উপ-প্রধান | জানুয়ারি, ২০০৯ | জুন, ২০১০ |
| ২। | সৈয়দ মজিবুল হক, উপ-সচিব | জুন, ২০১০ | জুন, ২০১৩ |

## ১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির আওতায় ১০টি জেলার মোট ১৩টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে মোট ১৩টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থান আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্থানগুলো হচ্ছে যথাক্রমে খুলনা জেলার জাহানাবাদ (গত ১৫/০৪/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়), মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা (২১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়) এবং ফেনী জেলার পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া উপজেলা (০৪/০৬/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়)। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম এবং পরির্শনকৃত এলাকার বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

## প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছেঃ সম্মুখসমরের স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, Retaining Wall নির্মাণ, Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের কাজ, Wall এ মানচিত্র খোঁদাই, স্লাবের দুইপাশে আরবরিকালচার তৈরি করা, টাইলসের দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ, ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড এবং ঘাষের লন তৈরী ইত্যাদি।

**(i)** মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ, সমশের নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারঃ

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার সংরক্ষিত বিমান বাহিনী এলাকার সমশের নগর নামক স্থানে স্মৃতি স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাক সেনা এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭১ সালে শমসের নগর চৌমুহনায় ই,পি,আর, মুজাহিদ, আনসার ও জনতার গেরিলা আক্রমনে পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেনসহ ১১ জন সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী পাক সেনাদের পরাজিত করে এই অঞ্চল মুক্ত ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই স্মৃতিকে জাতির সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে এখানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

**চিত্র-১: চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর এবং লোহার গেট দিয়ে সংরক্ষিত মৌলভীবাজার জেলার সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ।**

**চিত্র-২: শমসের নগর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভের নামফলক**

**চিত্র-৩: দেয়ালে খোদাইকৃত মানচিত্র**

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলী, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, ঠিকাদার এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে দেখা যায়, Retaining Wall, Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ওয়ালের উপর গ্রীল স্থাপন, ফ্লাগ স্ট্যান্ড, Wall এ ৭টি বুলেটের চিহ্ন এবং মানচিত্র খোঁদাই, টাইলসের দেয়ালে শ্বেত-পাথরে সম্মুখ সমরের ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ এবং স্লাবের দুই পাশের লনে আরবরী কালচারসহ সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

**চিত্র-৪: টাইলসের দেয়ালে শ্বেতপাথরে লেখা কমলগঞ্জ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**

মৌলভীবাজার জেলার পিডব্লিউডি প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে জানা যায় স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের স্থানটি অনেক নীচু হওয়ার কারণে এখানে প্রায় ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত বালু ভরাট করে স্লাব ঢালাইয়ের কাজ করতে হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় কমলগঞ্জ থানার সমশের নগর এলাকায় স্মৃতি স্তম্ভটি সাধারণ মানুষ পরিদর্শন করলে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ঐ এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে, যা বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আরো বেশী অনুপ্রাণিত করবে।

**চিত্র-৫ শমসেরনগর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভের রেলিংসহ স্লাবের দেয়াল**

**চিত্র-৬ শমসেরনগর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে স্থাপনকৃত ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড**

(ii) মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ, বিলোনিয়া (সলিয়া), ফেনীঃ

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায় সলিয়া নামক স্থানে স্মৃতি স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ স্থানটি Strategically খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এটি ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এস্থানে মিত্র বাহিনীদের সাথে প্রায়ই মুক্তিবাহিনীর সভা হতো। ফলে জায়গাটি শত্রুমুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত

হয় এবং এ সম্মুখ যুদ্ধে পাক বাহিনী বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার স্মৃতি জাতির সামনে তুলে ধরার নিমিত্ত এখানে সীমানা প্রাচীরসহ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

**চিত্র-৭: বিভিন্ন স্থানে দেবে যাওয়া স্লাব এবং স্টীলের রেলিং বিহীন দেয়ালের চিত্র**

**চিত্র-৮: গেটবিহীন অরক্ষিত সলিয়া সম্মুখসমর স্মৃতিস্তম্ভ**

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার সলিয়া এলাকার স্মৃতিস্তম্ভটি আইএমইডি কর্তৃক ০৪/০৬/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ফেনী জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে তবে সীমানা প্রাচীরের জন্য যে পিলার নির্মাণ করা হয়েছে তা খুবই দুর্বল মনে হয়েছে। Retaining Wall নির্মাণ এবং Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের কাজ করা হয়েছে। স্লাব নির্মাণ করা হলেও স্লাবের দুই পাশের ওয়ালে স্টীলের রেলিং স্থাপন করা হয়নি, যা মৌলভীবাজার সম্মুখ সমরের স্মৃতিস্তম্ভে লক্ষ্য করা গেছে। সলিয়া স্মৃতিস্তম্ভে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড স্থাপন, আরবরি  কালচার তৈরী, দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ এবং ঘাষের লন তৈরির কথা থাকলেও পরিদর্শনের সময় তা দেখা যায়নি। সলিয়া এলাকার স্মৃতিস্তম্ভটির বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ যেমন:  Retaining Wall, Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের কাজ,

বাউন্ডারী ওয়াল, ওয়ালের উপর গ্রীল স্থাপন, Wall এ মানচিত্র খোঁদাই ইত্যাদি সম্পাদন করা হলেও সামগ্রীকভাবে বেশকিছু ক্ষেত্রে কাজের খুবই নিম্নমান এবং অসম্পূর্ণতা প্রতীয়মান হয়।

**(iii) মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ, শুভপুর, ছাগলনাইয়া, ফেনীঃ**

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলায় শুভপুর নামক স্থানে স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তবে এলাকাবাসী জানান, মুক্তিবাহিনীর তুলনায় পাকিস্তানী বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা বেশি হয়েছে এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার এই স্মৃতি জাতির সামনে তুলে ধরার নিমিত্ত এখানে সীমানা প্রাচীরসহ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

**চিত্র-৯: শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ**

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভটি ০৪/০৬/২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ফেনী জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায়, স্মৃতি স্তম্ভটির বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ যেমন: Retaining Wall, Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, Wall এ মানচিত্র খোঁদাই ইত্যাদি সম্পাদন করা হলেও এই স্মৃতিস্তম্ভের ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে নিম্নরুপ বেশকিছু ক্ষেত্রে কাজের খুবই নিম্নমাণ এবং অসম্পূর্ণতা প্রতীয়মান হয়। যেমনঃ (ক) ফ্লাগ স্ট্যান্ড স্থাপন না করা; (খ) দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করা; (গ) নিম্নমানের স্লাব নির্মাণ, (ঘ) নিম্নমানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ; (ঙ) সীমানা প্রাচীরের সাথে কোন গেটের ব্যবস্থা না করা; (চ) আরবরিকালচার তৈরী না করা; এবং (ছ) ঘাষের লন তৈরী না করা ইত্যাদি।

**(iV) মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ, জাহানাবাদ, খুলনাঃ**

উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভটি খুলনা জেলার জাহানাবাদ এলাকার শিরোমণি নামক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর, খুলনার শিরোমনি চতুর্মূখী আক্রমনের শিকার হয় এবং ঐদিন সকাল আনুমানিক ১০-১১ টার সময় ব্রিগেডিয়ার হায়াতসহ ৪ জন অফিসার, ১ জন জেসিও এবং ২৬ জন বিভিন্ন পদবীর পাকিস্তানী কর্মকর্তা আনুমানিক ৩৭০০ জন সৈন্য নিয়ে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। যতদূর জানা যায়, খুলনায় শিরোমনি সম্মুখ সমরে পাকবাহিনীর আনুমানিক ২০০ জন সৈন্য নিহত, ২০০ জন আহত হয় এবং ৬টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। অপরদিকে মুক্তিকামী যৌথ বাহিনীর আনুমানিক ২৫০-৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ৩০০ জন অহত হন। স্বাধীনতার এই স্মৃতি জাতির সামনে তুলে ধরার নিমিত্ত এখানে সীমানা প্রাচীরসহ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

খুলনা জেলার জাহানাবাদ এলাকার স্মৃতিস্তম্ভটি চারিদিকে সীমানা প্রাচীরসহ গ্রীলের গেইট দিয়ে সংরক্ষিত। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে বেশ দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। রিটেইনিং ওয়াল এবং রেলিং পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লাগ স্ট্যান্ড (২টি) সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে। রিটেইনিং ওয়ালে বাংলাদেশের মানচিত্র সঠিকভাবে খোঁদাই করা হয়েছে এবং স্মৃতিস্তম্ভের নামফলকটি দেয়ালে সুন্দরভাবে স্থাপন করা হয়েছে। তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ০৪/০৮/২০১০ তারিখে উদ্বোধনকৃত স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তরের ফলকটি দেখা গেছে। পাশে সাদা টাইলসের দেয়ালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া আরবরিকালচার করা হলেও পরিচর্যার অভাবে তা নষ্ট হয়ে গেছে। উপস্থিত স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে জানা যায়, জাতীয় দিবসগুলোতে স্মৃতিস্তম্ভটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**চিত্র-১০: জাহানাবাদ সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ**

**চিত্র-১১: ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড এবং দেয়ালে খোঁদাইকৃত মানচিত্র**

**চিত্র-১২: স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেয়ালে বর্ণিত**

**চিত্র-১৩: স্টীলের রেলিং এবং সিরামিক ব্রীকের তৈরী স্লাব**

## ১২.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

**১২.১ সরবরাহ ও সেবাঃ** সরবরাহ এবং সেবা খাতে ডিপিপিতে মোট সংস্থান ছিল ১৩.০০ লক্ষ টাকা। সংস্থানের বিপরীতে খরচ হয়েছে ১১.২০ লক্ষ টাকা।

**১২.২ সম্মানীঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্মানী খাতে ০.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ০.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

**১২.৩ ডকুমেন্টারী ফিল্মঃ** ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ১৩টি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করার জন্য ৩৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে খরচ করা হয়েছে ৩৭.৯৯ লক্ষ টাকা।

১২.৪ **সম্পদ সংগ্রহঃ** সম্পদ সংগ্রহের জন্য ৩.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ২.৪৭ লক্ষ টাকা।

১২.৫ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের আওতায় ১৩টি স্থানে সম্মুখ সমরের স্থান সংরক্ষণের নিমিত্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১১২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৯.৮৬ লক্ষ টাকা।

১২.৬ **নির্মাণ কাজ (মনুমেন্ট এবং সীমানা প্রাচীর):** ডিপিপিতে প্রকল্পভুক্ত ১৩টি এলাকায় সম্মুখ সমরের মনুমেন্ট নির্মাণ এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য এ খাতে মোট ৮০৪.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৬৫.৯১ লক্ষ টাকা।

১২.৭ **ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সিঃ** এ খাতে ১৯.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৩.৬৩ লক্ষ টাকা।

১২.৮ **প্রাইস কন্টিনজেন্সিঃ** প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে ১৯.৮০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

## ১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| (ক) প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতির জন্য স্বাধীনতার ইতিহাস জানার সুযোগ তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা; এবং | (ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির জন্য স্বাধীনতার ইতিহাস জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং সম্মুখসমরের স্থানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলাসম্ভব হবে; এবং |
| (খ) দেশের আপামর জনগণ যাতে জাতীয় দিবসে স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদের প্রতি স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে সে সুযোগ তৈরি করা। | (খ) সম্মুখসমরের স্থানে মনুমেন্ট তৈরির মাধ্যমে জাতীয় দিবসগুলোতে দেশের আপামর জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদের প্রতি স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। |

**১৪.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

## ১৫.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

### ১৫.১ ফ্লাগ স্ট্যান্ড স্থাপন না করাঃ

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার সলিয়া এবং ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভে কোন ফ্লাগ স্ট্যান্ড নেই। এছাড়া ফ্লাগ স্ট্যান্ড স্থাপনের জায়গাটি পর্যাপ্ত মাটি দিয়েও ভরাট করা হয়নি। ফলে গোলাকার জায়গাটি দেখতে ছোট ১টি কূপের মতো মনে হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলী জানান, চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে এ স্থানগুলোতে ফ্লাগ স্ট্যান্ড লাগানো হয়নি।

**১৫.২ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করাঃ**

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার সলিয়া এবং ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভে সম্মুখ সমরের কোন ইতিহাস অর্থাৎ ঐ স্থানগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় কেন উল্লেখযোগ্য ছিল তা লিপিবদ্ধকরণ করা হয়নি। ফলে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভে কোন দর্শনার্থী গেলে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের ইতিহাস সম্পর্কে কোন ধারণাই লাভ করতে পারবে না, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে না।

**১৫.৩ নিম্নমানের স্লাব নির্মাণ এবং স্লাবের দেয়ালে স্টীলের রেলিং তৈরী না করাঃ**

ফেনী জেলার দুইটি স্থানের স্মৃতিস্তম্ভেই Retaining Wall থেকে মূল বাউন্ডারী পর্যন্ত স্লাব ঢালাইয়ের যে কাজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ইটের স্লাবের কয়েক জায়গাতেই বেশ খানিকটা দেবে গেছে। এটা থেকে বোঝা যায় নীচু স্থান যখন মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল তখন মাটির compaction ঠিকমতো করা হয়নি।

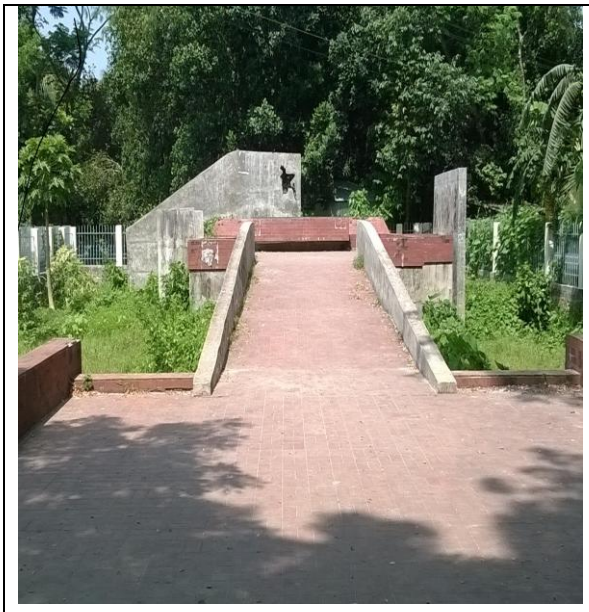

**চিত্র-১৪: স্টীলের রেলিংবিহীন শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ**

**চিত্র-১৫: স্টীলের রেলিংসহ মৌলভীবাজার সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ**

**১৫.৪ নিম্নমানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ**

ফেনী জেলার দুটি স্থানের স্মৃতিস্তম্ভেই সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হলেও দেখে প্রতীয়মান হয়েছে এটি খুবই নিম্নমানের সীমানা প্রাচীর। দেয়ালের পিলারগুলো দুর্বল মনে হয়েছে এবং কয়েক জায়গায় প্রাচীরটি বাঁকা হয়ে আছে, যে কোন সময় হেলে পড়তে পারে। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকেও জানা যায় নির্মাণের কিছুদিনের মধ্যেই সীমানা প্রাচীরটি একবার হেলে পড়ে যায়। পরবর্তীতে ঠিক করা হয়। উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীও বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চিত্র-১৬: শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে নিম্নমানের সীমানা প্রাচীর

চিত্র-১৭: গেটবিহীন অরক্ষিত সলিয়া সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভ

## ১৫.৫ সীমানা প্রাচীরের সাথে কোন গেটের ব্যবস্থা না থাকাঃ

ফেনী জেলার সলিয়া এবং শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের জন্য সীমানা প্রাচীরের সাথে কোন গেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ঢোকার জায়গাটি ফাঁকা থাকায় স্মৃতিস্তম্ভগুলো খুবই অরক্ষিত এবং অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভে রিকশা ভ্যান রাখা হয়েছে।

চিত্র-১৮: সলিয়া এবং শুভপুরের গেটবিহীন স্মৃতিস্তম্ভে রিকশা ভ্যান রাখা হয়েছে

## ১৫.৬ আরবরিকালচার তৈরী না করাঃ

ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও ফেনী জেলার দুটি স্মৃতিস্তম্ভেই স্লাবের দুই পাশের ফাঁকা স্থানে কোন আরবরী কালচার তৈরী করা হয়নি। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় স্লাবের দুই পাশের স্থান এতটাই নীচু যে সেখানে পানি এবং বিভিন্ন ধরনের আবর্জনার স্তুপ জমা হয়ে আছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **চিত্র-১৯:** শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে আরবরি কালচারের পরিবর্তে পানি এবং আবর্জনা জমে আছে। | **চিত্র-২০:** সলিয়া সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে আরবরি কালচারের পরিবর্তে আগাছা হয়ে আছে। |

**১৫.৭ <u>ঘাষের লন তৈরী না করাঃ</u>**

ডিপিপিতে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও ফেনী জেলার সলিয়া এবং শুভপুর এলাকার স্মৃতিস্তম্ভে কোন ঘাষের লন তৈরী করা হয়নি।

সামগ্রীকভাবে দুটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতেই পুরাতন এবং অবহেলিত স্থান ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

| | |
|---|---|
| | 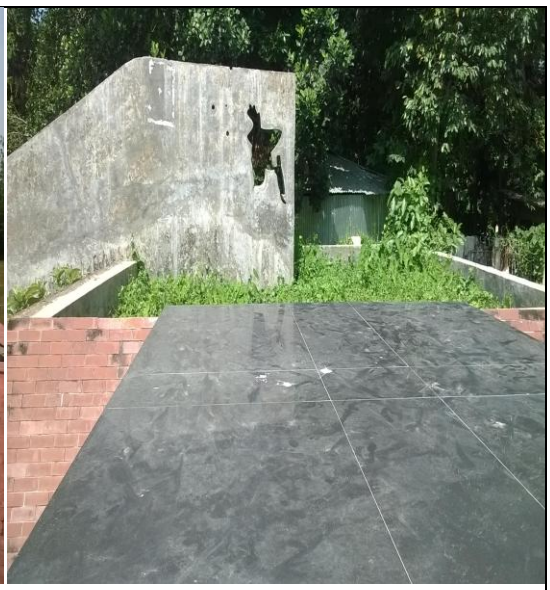 |
| **চিত্র-২১:**শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে কোন ঘাষের লন তৈরি করা হয়নি। | **চিত্র-২২:** সলিয়া সম্মুখ সমর স্মৃতিস্তম্ভে কোন ঘাষের লন তৈরি করা হয়নি। |

১৫.৮ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৫ মাস পর; এবং

১৫.৯ **অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত পিসিআর প্রেরণঃ** গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের একটি পিসিআর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় পিসিআরের অধিকাংশ ছকের তথ্যই অসম্পূর্ণ। যার মাধ্যমে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ফলে অসম্পূর্ণ পিসিআরটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হলে গত ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করে। এমনকি সর্বশেষ প্রাপ্ত পিসিআরের C অনুচ্ছেদের 01.(b)-এ বছর ভিত্তিক বিভাজনে (২০১১-১২) অর্থবছরে তথ্যে গড়মিল রয়েছে;

১৫.১০ **অপর্যাপ্ত তথ্যাদিঃ** ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি; এবং

১৫.১১ **অডিট সম্পন্ন না হওয়াঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, প্রকল্পটির কোন External এবং Internal Audit সম্পন্ন করা হয়নি।

## ১৬.০ সুপারিশঃ

১৬.১ ফেনী জেলার দুটি স্মৃতিস্তম্ভেই সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আরবরিকালচার/ বাগান নির্মাণ করতে হবে যাতে এটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় হয়;

১৬.২ ফেনী জেলার দুটি স্থানেই নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ ব্যাখ্যা/ স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (যেমনঃ স্থান দুটিতে কত তারিখে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিলো, কত তারিখে শত্রু মুক্ত হলো এবং যুদ্ধে কতজন পাকসেনা নিহত হয়েছে এবং কতজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন ইত্যাদির বিবরণ) অবশ্যই দেয়ালে সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক হবে;

১৬.৩ ফেনী জেলায় নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ দু'টিতে যেসকল ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে যেমনঃ ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড স্থাপন না করা, নিম্নমানের স্লাব নির্মাণ, স্লাবের দেয়ালে স্টীলের রেলিং স্থাপন না করা, দুর্বল সীমানা প্রাচীর এবং সীমানা প্রাচীরে গেটের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৬.৪ স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসন/ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ/ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে দায়িত্ব প্রদান অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা যেতে পারে;

১৬.৫ প্রকল্পটির External এবং Internal Audit সম্পন্ন করে তার ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৬.৬ উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৬.৭ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৬.৮ ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ বছরশেষে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে খতিয়ে দেখতে হবে ও আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।